রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৪, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৪ঠা অক্টোবর, ২০১০/১৯শে আশ্বিন, ১৪১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ৪ঠা অক্টোবর, ২০১০ (১৯শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ

বা. জা. স. বিল নং ৬১/২০১০

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬১ নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন**।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন), এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর "যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হইতে ১০% কম বা বেশী না হয়" কমা, শব্দসমূহ, সংখ্যা ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ১৫-১০-২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং অবিলম্বে কার্যকর করা হয়।

২। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১৩(১) ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, "ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার ভৌগলিক অবস্থান এবং জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য ওয়ার্ড হইতে ১০% এর কম বা বেশী না হয়"।

৩। উল্লিখিত বিধানমতে এক ওয়ার্ড হইতে অন্য ওয়ার্ডের লোকসংখ্যার পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ সৃষ্টি হইতে পারে ঃ—

(১) নির্বাচন উপযোগী সকল ইউনিয়নের ওয়ার্ড নতুন করিয়া বিভক্তির প্রয়োজন হইবে। সেই জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইবে এবং এই কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আরো বিলম্ব ঘটিতে পারে।

(২) কতিপয় ক্ষেত্রে এলাকা বা মৌজার বা উহার কোন অংশ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। অনাদিকাল হইতে গ্রামীণ সামাজিক ব্যবস্থা গ্রাম বা মৌজার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহাই গ্রামীণ সমাজের ভিত্তি। উহার কোন পরিবর্তন গ্রাম পর্যায়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৩) বাস্তবতা ও কোন এলাকার ভৌগলিক সম্পৃক্ততা বা অখণ্ডতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই একটি ওয়ার্ডের সংগে অন্য ওয়ার্ডের জনসংখ্যার পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নাও হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ১০% এর কম বা বেশীর কারণে, যে কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইয়া আদালতে মামলা করিতে পারেন। যার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

৪। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন Local Government (Union Parishad) Ordinance, 1983 এর ধারা ১৮ সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নকে আয়তন নির্বিশেষে ৯টি করিয়া ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। সেই সময়ে একবার ওয়ার্ড বিন্যাস হওয়ার কারণে ওয়ার্ডের সীমানা পরিবর্তন হইয়াছিল।

৫। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সর্বশেষ আদমশুমারীর ভিত্তিতে ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা ১০% এর কম বা বেশী হইলে অগণিত গ্রাম, মৌজা ভাংগা-গড়ার প্রয়োজন হইবে। যাহা সামাজিকভাবে এলাকাবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। এইরূপ পরিস্থিতি পরিহারের লক্ষ্যে বিধানটি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

৬। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১৩(১) ধারাটি সংশোধন করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর খসড়া বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইল।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব
ও
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd